**সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সিরাজগঞ্জ, শনিবার, ২০ মাঘ ১৪১৯, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভাষা শহীদের মাস ফেব্রুয়ারি। সকল ভাষা শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

গত ৪ বছর যাবৎ আমরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। দায়িত্ব গ্রহণের পর বেহাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম, আজ তা অনেকটাই সফল হয়েছে।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশের বিদ্যুৎ খাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বিদ্যুতের লোডশেডিং-এ জনজীবন ছিল চরম বিপর্যস্ত।

আপনারা জানেন, ১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমাদের মেয়াদকাল শেষ করার সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। এবার ২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট।

এ পর্যন্ত ৮ হাজার ২৮৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬১টি কেন্দ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

এরমধ্যে ২ হাজার ৮৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। বাকী ৫ হাজার ৪৩৭ মেগওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এখন মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ২০১৭ সালের মধ্যে আরও প্রায় ১৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকটাই গ্যাস নির্ভর।

এ নির্ভরতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্য আমরা গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল-ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়া অনেকখানি এগিয়ে গেছে। রূপপুরে পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি। খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা ও লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনকল্পে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি গঠন করা হয়।

আমি জেনে আনন্দিত যে, সীমিত লোকবল দ্বারা মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে।

দেশের জ্বালানি সঙ্কট মোকাবিলা এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এ কেন্দ্রে দ্বৈত জ্বালানি ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ১৫০ মেগাওয়াট থেকে ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেলে উন্নীত করার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই অতিরিক্ত ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি কোন জ্বালানির প্রয়োজন হবে না। আমি আশা করি, এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেশের তথা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চালের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বস্ত্র শিল্প ও নারী উন্নয়নে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আপনারা জানেন, বিদ্যুৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি। বিদ্যুৎ আর্থ-সামাজিক ও শিল্প বিকাশের চালিকাশক্তি। এ প্রেক্ষাপটে, আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরেও উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।

বিশ্বমন্দা সত্বেও আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকেই অত্যন্ত ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত হয়েছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

আমরা ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চাই। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। রূপকল্প ২০২১ অনুসারে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সেক্টরে তথ্য প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।

উত্তরবঙ্গ একসময় দেশের অনগ্রসর জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজকে এখানে একটি ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করলাম। এই ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

আমি জনগণের কাছে আহ্বান জানাই আপনারা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। অপ্রয়োজনীয় বাতিটি বন্ধ করে দিন। সেচের সময় জমিতে পরিমাণ মত পানি দিন। এতে জ্বালানি খরচ কমবে।

২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এজন্য বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। আসুন সকলে মিলে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।